গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮১২.১৪.০১৪.১৬.৩৭

১৫ ফাল্গুন ১৪২৩
তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয়: ২০১৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় নিম্নরূপ অনুশাসন প্রদান করেন:

ক্রম	সভার তারিখ	অনুশাসনসমূহ
১.	০২ এপ্রিল ২০১৩	কোন প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করা হলে জমির মালিকদের পরিবারের সদস্যদের ঐ প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২.	০২ জুলাই ২০১৩	দেশের নদ/নদী ড্রেজিং-এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে শিল্প পার্কসহ টাউনশিপ/হাউজিং ইত্যাদি তৈরির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.	৩০ জুলাই ২০১৩	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের হোস্টেলসমূহে প্রতি তলায় কমন রান্না, ডাইনিং ও লন্ড্রি'র ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি অনুশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারি করবে।
৪.	১৯ জানুয়ারি ২০১৪	সকল প্রকল্পের নাম/শিরোনাম বাংলায় লিখতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্রাকেটে ইংরেজিতে নাম দেয়া যেতে পারে।
৫.	২৯ এপ্রিল ২০১৪	জেলা পর্যায়ের অফিস ভবনসমূহ বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন না করে এক জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে একই ভবনে অনেকগুলো অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬.	২৮ অক্টোবর ২০১৪	ভবিষ্যতে নতুন যে কোন হল নির্মাণের সময় প্রতিটি ফ্লোরের ডিজাইনে রান্নাঘর এবং লন্ড্রির সংস্থান থাকতে হবে।
৭.	১৮ নভেম্বর ২০১৪	উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অফিস ভবন নির্মাণের বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাতে সকল সরকারি অফিসগুলো একই ভবনে স্থাপনের ব্যবস্থা করা যায়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমন্বিত পরিকল্পনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৮		ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিতব্য সকল স্থাপনাতে Ramp এবং টয়লেটের সংস্থান রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.	১২ মে ২০১৫	ভবিষ্যতে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে/কলেজে হোস্টেল নির্মাণ করা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমান সমান আসনের হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০.	১২ মে ২০১৫	বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা সীমিত করতে হবে। পাবলিক কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এবং প্রাইভেট কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এ্যাফিলিয়েটেড করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১১.	১১ আগস্ট ২০১৫	দেশের জেলা শহরের পুকুর/জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলি প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত পুকুর/জলাশয়ে আশে পাশের বৃষ্টির পানি জমা হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.		নৌ-রুট গুলোর চলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা এবং নদীর নাব্যতার জন্য বছর ভিত্তিক maintenance ড্রেজিং-এর সংস্থান রাখতে হবে।
১৩.		নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে নদীর সংযোগস্থলে যে খাল-বিল রয়েছে তা ড্রেজিং-এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪.	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি বিবেচনায় নদী ভাঙ্গানের কারণ এবং এর প্রতিকার সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক গবেষণা করতে হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ গবেষণার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
১৫.	১০ নভেম্বর ২০১৫	ঢাকা শহরের কোথায় কোথায় বহুতল ভবন নির্মিত হবে এবং এর কারিগরি বিশ্লেষণ সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা হওয়া প্রয়োজন। রাজউক এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঢাকা শহরের বহুতল ভবনের জায়গা/স্থান, ভবনের উচ্চতা অর্থাৎ কত তলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে এবং ভবন সংক্রান্ত অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদিসহ "স্ট্যান্ডার্ড ভবন" নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
১৬.	২৪ নভেম্বর ২০১৫	বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি নতুন ভবনে সোলার প্যানেলের সংস্থান রাখার এবং জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোনের পানি যাতে সহজে সরে যেতে পারে সেজন্য একতলা পরিমাণ পিলারের উপর ভবন নির্মাণ করতে হবে।
১৭.		ভবিষ্যতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের প্রকল্পে দাপ্তরিক/বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নক্‌শা প্রণয়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে জলাধার/পুকুর/লেকের সংস্থান রাখতে হবে। প্রতিটি ভবনের ছাদের বৃষ্টির পানি আলাদা ড্রেন করে জলাধার/পুকুর/লেকে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা রখতে হবে। বৃষ্টির পানির ড্রেনের সাথে স্যুয়ারেজ লাইনের যেন কোন সংযোগ না থাকে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।
১৮.		সকল স্কুল/কলেজের ভবন নির্মাণের নকশা প্রণয়নের সময় ভবনের ক্লাসরুমসহ সকল কক্ষে পর্যাপ্ত ভ্যান্টিলেশনের সংস্থান রাখতে হবে।
১৯.		যে কোন অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলকভাবে জলাধার/পুকুর/লেকের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকবে।
২০.	০১ ডিসেম্বর ২০১৫	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় Central Effluent Treatment Plant (CETP)-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিসিক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২১.		প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।
২২.	০৮ ডিসেম্বর ২০১৫	ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
২৩.	২৮ জুন ২০১৬	প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক, গার্মেন্টস্ ইত্যাদিতে নিজ উদ্যোগে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান জায়গা প্রদানে সম্মত হলে সেখানে সরকারি সহায়তায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২৪.	২১ জুলাই ২০১৬	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় খাল, নদী ও সমুদ্র পাড়ে বাঁধের উচ্চতা নির্দিষ্ট করে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং তা অনুসরণ করে ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য